দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 31 MAR 2012
পৃষ্ঠা 17 কলাম 7

প্রথম থেকে পঞ্চম শিক্ষক ১ জন

এক ক্লাসে মারামারি অন্য ক্লাসে চেঁচামেচি ঘুরে এসেই শুনতে হয় নালিশ

বাউফল (পটুয়াখালী) থেকে নুরুল ইসলাম সিদ্দিকী

একজন শিক্ষক দিয়েই চলছে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ক্লাস। যা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। ফলে এ বিদ্যালয়ে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। সারাক্ষণ দৌড়ের ওপর থেকে তিনি শিক্ষার্থীদের ঠিকমতো পড়ালেখা করাতে পারছেন না। এক ক্লাসে লিখতে দিয়ে আরেক ক্লাসে যান। তখন হয়তো অন্য ক্লাসে চেঁচামেচি, নয়তো মারামারি বেধে যায়। আবার ঘুরে ওই ক্লাসে আসা মাত্রই শুরু হয় ছাত্রছাত্রীদের নালিশ দেয়া। তখন অবস্থা হয় আরও বিব্রতকর। ওদেরকে ক্লাসের পড়া পড়াব, না নালিশ শুনব। পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার দক্ষিণ শৌলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একমাত্র শিক্ষক নুরুল আলম খান তার বিদ্যালয়ে বর্তমান পাঠদান সম্পর্কে এভাবেই প্রতিক্রিয়া করে জানান এ প্রতিনিধিকে। বিদ্যালয় ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, এ বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৫৫ জন। বিদ্যালয়টিতে ছয়জন শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও আছেন মাত্র একজন। তিনিও ২০১১ সালের ১৭ অক্টোবর থেকে অন্য বিদ্যালয় থেকে এ বিদ্যালয়ে সংযুক্তি শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন। বাস্তবে এ বিদ্যালয়ের অনুমোদিত কোনো শিক্ষক বর্তমানে নেই। প্রধান শিক্ষক নেই দুই বছর পর্যন্ত। সহকারী শিক্ষক আবদুল জলিল পারিবারিক মামলার কারণে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত দীর্ঘ সাত বছর পর্যন্ত। সহকারী শিক্ষক মোসা. নুসরাত জাহান ২০১১ সালের ১ জুলাই পিটিআই প্রশিক্ষণে চলে যান। সহকারী শিক্ষক মোসা. কনা বেগম গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে অন্যত্র বদলি হন। সহকারী শিক্ষক মোসা. খুর্শেদা বেগম চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে পিটিআই প্রশিক্ষণে যান এবং মোসা. রাবেয়া বেগম মাতৃত্বকালীন ছুটিতে চলে যাওয়ায় গত এক সপ্তাহ থেকে ছয়জন শিক্ষকের পাঠদান চলছে ডেপুটেশনে আসা একমাত্র শিক্ষক মো. নুরুআলম খানকে দিয়ে। সরেজমিনে বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বেশ কম। একমাত্র ডেপুটেশন (সংযুক্তি) শিক্ষক নুরআলম খান একটি শ্রেণী কক্ষে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী একই সাথে পাঠ দিচ্ছেন আর অন্য শ্রেণীগুলোতে চলছে শিক্ষার্থীদের চেঁচামেচি। পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র তরিকুল ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র শাকিল বলে, মোগোরে স্যার আইন্যা দ্যান। স্যার না থাহায় মোগো ক্লাসের ম্যালা বন্ধু ইসকুলে আসা বাদ দিয়া দিছে। মোগো পড়াশুনা ঠিকমতন অয় না। শিক্ষক নুরআলম খান জানান, একসময় বিদ্যালয়ে শতভাগ শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। কিন্তু শিক্ষক সল্পতার কারণে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি দিন দিন কমছে। শুধু পাঠদানই নয়, পতাকা ওড়ানো, ঝাড়ু দেয়া সব কাজই একা করতে হয় আমাকে। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি এম. এম কবিরুজ্জামান জানান, এই বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকটের কারণে বর্তমান শিক্ষক নুরআলম খানকে কালাইয়া বোর্ড সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে এনে সংযুক্তি করা হল। কিন্তু এই অবস্থায় কি কিরে অন্য শিক্ষককে পিটিআই (প্রাইমারী টিচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট) ট্রেনিংয়ে পাঠানো হয়, এটা আমার কাছে বোধগম্য নয়। একজন শিক্ষকের পক্ষে পাঠদান করা সম্ভব না স্বীকার করে উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. লুৎফর রহমান বলেন, আমি নতুন যোগদান করেছি শিগগিরই এ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।